চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৫.০১.২০২৫খ্রি.

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে উইন্টার কার্নিভাল
চট্টগ্রামের উচ্চশিক্ষায় নেতৃত্ব দিবে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়: মেয়র

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রামের উচ্চ শিক্ষায় নেতৃত্ব দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার সকালে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, স্থাপত্য বিভাগ, গণিত বিভাগ ও ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উইন্টার কার্নিভাল এন্ড পৌষ পার্বণ-২০২৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন।তিনি বলেন, ২০০১-২০১৬ পর্যন্ত প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ছিল। কিন্তু ২০১৬ সালের পরে রাজনৈতিক নানা কারণে এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়। এটি দুর্ভাগ্যজনক। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সিটি কর্পোরেশনের বৈধ সম্পত্তি। এটি কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। মেয়র ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী ও শহীদদের গভীরভাবে স্মরণ করেন।
তিনি বলেন, "শুধু ২০২৪ সালের আন্দোলন নয়, ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন প্রতিটি সংগ্রামে ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের লড়াইয়ের ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ফিরে এসেছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দেশের মানুষ মুক্ত হয়েছে।"তিনি আরও কলেন, "এখনো আমাদের লড়াই চলছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা যায়নি। ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও অব্যাহত আছে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে এই অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের ফলে আমরা আজ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিকে তার প্রাপ্য অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। তাদের এই সাফল্যে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।"অনুষ্ঠানে তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে এবং ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।" উইন্টার কার্নিভাল এন্ড পৌষ পার্বণ-২০২৫ অনুষ্ঠানে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, স্থাপত্য বিভাগ, গণিত বিভাগ এবং ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজনের জন্য তিনি আয়োজকদের প্রশংসা করেন।ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী মৃত্তিকা দাশগুপ্তা ও শাহরিয়ার আবরার এবং গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী শোয়েব হাসান মুরাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট ও উৎসবের পৃষ্ঠপোষক রেজাউল করিম রণি এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সিনিয়র সদস্য ও উৎসবের পৃষ্ঠপোষক মো. আমিনুল ইসলাম।বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ ইফতেখার মনির বলেন, কয়েকটি বিভাগের একত্র হয়ে একটি অনুষ্ঠান করার মধ্যে চ্যালেঞ্জ থাকে, ফলে ভিন্নমাত্রা থাকে। এই অনুষ্ঠানেও ভিন্নমাত্রা রয়েছে। চারটি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা সুনিপুণভাবে এই উৎসবটি সম্পন্ন করছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন অনুষ্ঠানে আগমন করায় আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।অনুষ্ঠানে অর্ধ শতাধিক পিঠার স্টল ছিল। স্টলগুলোতে বহু রকমের পিঠা ও খাবারের প্রদর্শনী ছিল। কোনো কোনো স্টলে পিঠা ও খাবারের পাশাপাশি কাপড় ও গহনা প্রদর্শন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের সহকারী ডিন প্রফেসর এম. মঈনুল হক, সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান তানজিনা আলম চৌধুরী, অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী, ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান সঞ্জয় কুমার দাশ, সহকারী প্রক্টরবৃন্দ, চকবাজার থানার অফিসার ইনচার্জ মো. জাহেদুল কবির। আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, স্থাপত্য বিভাগ, গণিত বিভাগ ও ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

রমজানে দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা রাখতে হবে: মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "রমজানে দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বস্তি নিশ্চিত করতে বাজার ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" মঙ্গলবার চ.উ.ক কাজীর দেউরী কাঁচাবাজার দোকান মালিক ও ব্যবসায়ী সমিতির নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে মেয়র এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "রমজান শুধু একটি ধর্মীয় মাস নয়, এটি সামাজিক সংহতি এবং সহযোগিতারও সময়। তাই এই সময়ে অযৌক্তিক মুনাফা করা বা পণ্য মজুত করে সংকট সৃষ্টি করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যবসায়ীদের উচিত ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করে ব্যবসায় নীতি অনুসরণ করা। চট্টগ্রামের বাজারগুলোতে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চসিক পদক্ষেপ নেবে। বাজারে

খাদ্য পণ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রশাসন এবং ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আপনারা মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন, সেটাই প্রত্যাশা। রমজানে কোনো মানুষ যেন অযৌক্তিক দামের কারণে ভোগান্তিতে না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে।"
সমিতির সভাপতি আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অথিতির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ নুরুল করিম, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ছালামত আলী।অন্যান্যের আরো উপস্থিত ছিলেন মো. ফারুক শিবলী, মোজাম্মেলহক, আনসারুল্লাহ নিয়ামি, মাসুদ করিম, ছঅলামত আলী, সাজেদুল আলম মিল্টন, মোহাম্মদ আবু ফয়েজ, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, চৌধুরী আবু হেনা মঞ্জু, কামরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম সওদাগর, শফিক আহমেদ, ইলিয়াছ, ইসহাক,মো. জমির, ইলিয়াছ চৌধুরী লিটন,আরফান উদ্দিন টিটু, আবু নাছের, মোঃ ইদ্রিস সহ চ.উ.ক কাজীর দেউরী কাঁচাবাজার দোকান মালিক ও ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শেষে সমিতির নেতৃবৃন্দ সিটি মেয়র বরবরে বাজার এলাকার বিভিন্ন সমস্যা, উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

চসিক ভ্রাম্যমান আদালত
রাস্তা ফুটপাত দখল করে ব্যবসার অপারাধে ৫৬ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা বুধবার নগরীর বাকলিয়া থানা এলাকায় শাহ আমানত সেতু সংযোগ সড়কের বাকলিয়া এক্সেস রোড মোড়ে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে অবৈধভাবে রাস্তা দখল করে দোকানের মালামাল রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার অপরাধে সাদিয়াস কিচেনকে ১৫ হাজার, ইউনিক মোটরস কে ফুটপাত দখল করে ও ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা করার অপরাধে ১০ হাজার, স্বাদ ঘরকে ৫ হাজার ও রফিক স্টোরকে ৩ হাজারসহ সর্বমোট ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অপর অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রে মনিষা মহাজন সাগরিকা রোডের উভয় পার্শ্ব ও জহুর আমহদ চৌধুরী স্টেডিয়াম এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানে রাস্তা ও ফুটপাতের উপর স্থাপিত অবৈধ দোকান সমুহ উচ্ছেদ করে দখল মুক্ত করেন। অভিযানকালে বিভিন্ন দোকান হতে ২৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। এ সময় ম্যাজিস্টেটের সাথে উপস্থিত ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী,মেয়রের রাজনৈতিক সচিব মারুফুল হক চৌধুরী।

নগরীর ব্যবসায়ীদের মাঝে বিন বিতরণ করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীকে "গ্রিন সিটি, ক্লিন সিটি, হেলদি সিটি" হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বুধবার বিকেলে আন্দরকিল্লা থেকে সাব এরিয়ার ব্যবসায়ীদের মাঝে বর্জ্য সংগ্রহের বিন বিতরণ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
এসময় মেয়র বলেন, " চসিক, সিডিএ, ওয়াসা, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে কাজ করা হচ্ছে। নগরীর উন্নয়নে এই সমন্বয় ধরে রাখা হবে। তবে নগরীর ৩৬টি খাল পরিষ্কার করলেই জলাবদ্ধতা পুরোপুরি দূর হবে না। জলাবদ্ধতা নিরসনে ৫৭টি খালকে এর আওতায় আনতে হবে। জলাবদ্ধতা যদি নিরসন করতে হয় ৫৭ টা খাল কে এড্রেস করে ৫৭ টা খালকেই আপনার এই কর্মসূচিতে আনতে হবে। সর্বোপরি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এটা চারজন উপদেষ্টাকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন।
“জলাবদ্ধতার মূল কারণ পলিথিন, প্লাস্টিক, এবং ককসিট। এগুলো নালা ও নর্দমায় ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। যত্রতত্র বর্জ্য ফেলায় বর্ষায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। নগরীর দোকানগুলোর সামনে ডাস্টবিন বসানো হবে। যদি কোনো দোকানের সামনে ময়লা পাওয়া যায়, তবে সেই দোকানের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে। আমরা পচনশীল ভাত, মাছ, ডিম ইত্যাদি এবং অপচনশীল পলিথিন, প্লাস্টিক বর্জ্য আলাদা করার পরিকল্পনা করছি। এসব বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জৈবসার এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন সম্ভব। এতে বর্জ্য সম্পদে পরিণত হবে এবং যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার প্রবণতা কমবে।"
তিনি আরও জানান, নগরীর বাজার এবং দোকানের সামনে ছোট ডাস্টবিন স্থাপন করা হচ্ছে। পথচারীদেরও খোলা জায়গায় ময়লা ফেলা থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানান তিনি। বিন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এবং ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো. শরফুল ইসলাম মাহিসহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮